NOV. 22 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

শিক্ষক সংকট ও শিক্ষা সরঞ্জামের অভাবে কাউখালীতে প্রাঃ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

কাউখালী (পিরোজপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥ শিক্ষক সল্পতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে অনুপস্থিতি, শিক্ষা সরঞ্জাম এবং শ্রেণী কক্ষের অভাবে কাউখালী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সরকারী ৫৩, বেসরকারী রেজিস্টার্ড ৮, স্যাটেলাইট ৬ ও কমিউনিটি ১টি। উপজেলায় মঞ্জুরিকৃত শিক্ষকের পদ হচ্ছে ২০৪ জন। বর্তমানে ৫টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। ছয়টি স্কুলে শিক্ষক রয়েছে দু'জন করে। সরকারী নিয়মে ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু এখানে একজন শিক্ষক ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ফলে শিক্ষার মান দিনকে দিন নিম্ন দিকে। গ্রামের স্কুলগুলোর তুলনায় বন্দর এবং বন্দরের আশেপাশের স্কুলগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেশী। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা উপজেলা সদর এবং বন্দরের আশেপাশের স্কুলগুলোতে চাকরি করতে আগ্রহী। তারা একশ্রেণীর কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে সুবিধা মত স্কুলে চলে আসে বলে অভিযোগ রয়েছে। যার ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বইয়ের সরবরাহ কম। চেয়ার টেবিল ব্লাক বোর্ডের অভাবে শিক্ষকরা স্বাভাবিক শিক্ষাদানের সক্ষম হচ্ছেন না। বেশ কয়টি বিদ্যালয়ে খাবার পানির চরম সঙ্কট। কোন কোন বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল নেই। যেখানে আছে সেগুলো অকেজো। কয়েকটি বিদ্যালয় থেকে টিউবওয়েল চুরি হয়ে যায়। কাউখালী উপজেলার বেসরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা করুণ। এসব স্কুলের শিক্ষক যে টাকা বেতন পেয়ে থাকেন তা দিয়ে কোনভাবেই তাদের সংসার চালানো সম্ভব হয় না। এছাড়া এরা কখনো বেতন নিয়মিত পান না। উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী কাউখালী উপজেলায় প্রাথমিক স্কুলে গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ হাজার ৪৮৫। বর্তমানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ হাজার ৩২৭ জন। অবশ্য প্রকৃত স্কুলগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম বলে জানা গেছে।